ভোরের কাগজ

'18 FEB 203

তারিখ .....
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ .....

সংসদে প্রশ্নোত্তরপর্বে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

সকল উপজেলায় একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন গতকাল সোমবার সংসদে বলেছেন, দেশের সব উপজেলায় একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে এই পরীক্ষা কেন্দ্রেই সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং উচ্চ বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করার ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। সংসদের প্রশ্নোত্তরপর্বে সাংসদদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

সাংসদ জয়নাল আবেদীন ফারুকের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্কুল-কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না। নকল প্রতিরোধও সম্ভব হবে। সাংসদ এম এম শাহীনের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা যাতে সার্টিফিকেটনির্ভর না হয়ে জ্ঞানভিত্তিক হয় সে জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সাংসদ শাজাহান খানের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ২৫ হাজার কম্পিউটার সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৩০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪৪১টি কম্পিউটার ও ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ৮৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৫২টি কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে।

জাপার সাংসদ জিএম কাদেরের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান, ২০০১ সালে ডিগ্রি পরীক্ষায় ৩৫টি কলেজের পাসের হার শূন্যের কোঠায় আছে। এছাড়া ২০০২ সালে আলিম পরীক্ষায় ৪৬৯টি মাদ্রাসার পাসের হার শূন্য। এসব কলেজ ও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন সংসদকে জানিয়েছেন, ২০০৩ সালে প্রাথমিক স্তরের বইয়ের চাহিদা পাঁচ কোটি ৩৮ লাখ ৮৮ হাজার ৫৩৪ কপি। ঐ চাহিদার বিপরীতে নতুন বই ছাপানো হয়েছে পাঁচ কোটি ৫২ লাখ ২৪ হাজার ৮৪ কপি। এজন্য খরচ হয়েছে ৫৮ কোটি ৭৯ লাখ ৪৩ হাজার ৭১ টাকা।